নয়া দিগন্ত



ঢাবির সাবেক ডিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের স্মরণসভায় অতিথিরা ■ নয়া দিগন্ত

ঢাবিতে অধ্যাপক আরেফিন

৩য় পৃষ্ঠার পর

ও আলোমনাইরা স্মরণসভায় স্মৃতিচারণ করেন।

ডিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রয়াত অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, মানবিক মূল্যবোধ ও চারিত্রিক গুণাবলীর মাধ্যমে তিনি অনেক মানুষের মন জয় করেছেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত পরামর্শক হিসেবে তিনি বহু মানুষের হৃদয়ে গভীর ছাপ রেখে গেছেন।

তিনি বলেন, রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতায় অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক যে দায়িত্বগুলো পালন করেছেন, সেখানে সার্বক্ষণিক একটা মানসিক চাপ থাকে। সবসময় মাথা ঠাণ্ডা রেখে তিনি যেভাবে পরিস্থিতিগুলো মোকাবেলা করেছেন, তা খুব কম সংখ্যক মানুষই করতে পারেন। বিজ্ঞপ্তি।

প্রথম আলো

ঢাবিতে অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিকের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সাবেক ডিসি এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের স্মরণসভা গতকাল বুধবার অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। ঢাবি গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ এই স্মরণসভার আয়োজন করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিকের ছোট ভাই মো: আতিক উল্লাহ সিদ্দিক, অধ্যাপক সাখাওয়াত আলী খানসহ তাঁর সহকর্মীরা, বিভাগীয় শিক্ষক, শিক্ষার্থী ■ ৪র্থ পৃ: ৩-এর কলামে

মানুষের দোয়া ও ভালোবাসায় চূড়ান্ত বিচারে তিনি উত্তীর্ণ হবেন

আরেফিন সিদ্দিকের স্মরণসভা

গতকাল সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে এই স্মরণসভা হয়।

> ক্ষমতায় থেকে ক্ষমতা যখন থাকবে না এই চিন্তাটি করা অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। এ কাজটি মূলত আরেফিন সিদ্দিক স্যার করেছিলেন।
>
> অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিবেদক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*



আরেফিন সিদ্দিক

শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিককে স্মরণ করলেন তাঁর সহকর্মী ও শিক্ষার্থীরা। অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিকের বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা এই স্মরণসভার আয়োজন করেন।

গতকাল বুধবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে এই স্মরণসভা হয়। সকাল ১০টায় স্মরণসভা শুরু হয়ে শেষ হয় বেলা ২টার দিকে। সভায় অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিকের পরিবারের সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান, বিভিন্ন বিভাগের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষক এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। প্রয়াত এই শিক্ষকের কথা বলতে গিয়ে তাঁদের অনেকে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। সহকর্মীরা প্রয়াত এই অধ্যাপকের প্রতি তাঁদের ভালোবাসার কথা উল্লেখ করেন।

অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক গত ১৩ মার্চ রাজধানীর একটি হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁকে স্মরণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান বলেন, 'তিনি আপাদমস্তক একজন ভদ্রলোক ছিলেন।' তিনি আরও বলেন, 'ক্ষমতায় থেকে ক্ষমতা যখন থাকবে না এই চিন্তাটি করা অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। এ কাজটি মূলত আরেফিন সিদ্দিক স্যার করেছিলেন।' ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান বলেন, 'আমি আমার একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে যাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করতাম, তাঁদের মধ্যে তিনি ছিলেন। আমি বিশ্বাস করি, মানুষের দোয়া ও ভালোবাসায় চূড়ান্ত বিচারে তিনি উত্তীর্ণ হবেন।'

স্মরণসভায় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শামসুল হক বলেন, 'আরেফিন স্যার উপাচার্য থাকাকালে কখনোই তাঁর চেয়ারের দায়িত্ব ভুলে যাননি। তবে উনি কখনোই কোনো কিছু কারও ওপর চাপিয়ে দেননি। আরেফিন স্যারের রাজনৈতিক মত নিয়ে তাঁকে মূল্যায়ন করা আমাদের জন্য দুঃখজনক। তিনি সব সময় রাজনীতির ঊর্ধ্বে গিয়ে কাজ করেছেন। কে নীল দল, কে সাদা দল, এটা তিনি দেখেননি।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অধ্যাপক আখতার সুলতানা বলেন, 'সবাই এককথায় বলে আরেফিন সিদ্দিক স্যারের মতো লোক হয় না। তিনি ছিলেন আপাদমস্তক একজন ভদ্রলোক।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সাখাওয়াত আলী খান অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিককে স্মরণ করে বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, 'আরেফিন সিদ্দিক এমন একজন মানুষ ছিলেন, যিনি প্রতিবছরের শিক্ষক দিবসে আমাকে ফোন করে শুভেচ্ছা জানাতেন। আমার হয়তো মনেও থাকত না দিনটির কথা; কিন্তু তিনি কখনো এই কাজটা করতে ভুলে যাননি।'

এই বিভাগের বর্তমান অধ্যাপক মফিজুর রহমান কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'প্রতিটি পদেই এত স্মৃতি স্যারের সঙ্গে...এত মার্জিত জেন্টেলম্যান জীবনে খুব কমই দেখেছি। একজন ব্যক্তি আরেফিন সিদ্দিক একটা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন। আমরা স্যারকে অনেক ভালোবাসি।' এই বিভাগের আরেক শিক্ষক আবদুর রাজ্জাক খান বলেন, 'শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর মানুষ হওয়ার শিক্ষা আমরা স্যারের কাছ থেকে পেয়েছিলাম।'

স্মরণসভায় এই বিভাগের আরেক অধ্যাপক আবুল মনসুর আহমেদ বলেন, 'আরেফিন সিদ্দিক স্যার ছিলেন অসাধারণ একজন মানুষ। আমরা তাঁর স্মৃতি ধরে রাখতে চাই।'

মানবিক গুণাবলির জায়গায় তিনি অসাধারণ ছিলেন বলে মন্তব্য করেন অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিকের পরিবারের সদস্য মেহরুবা সিদ্দিকা। 'তিনি সব সময় ছোট ছোট কাজেও আমাদের উৎসাহ দিতেন। যেকোনো পর্যায়ের মানুষের কথাকেই তিনি মূল্যায়ন করতেন,' বলেন তিনি।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৭ চৈত্র ১৪৩১

DU in Media

10 April 2025

The Daily Star



With Pahela Baishakh approaching, people are buying colourful handicrafts like dala, kula, pakha (fan), and earthen pots from makeshift shops at Doyel Chattar in the capital as part of their preparations for celebrating the first day of the Bangla new year.

PHOTO: AMRAN HOSSAIN

ইত্তেফাক

এবার মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশ নেবে ২৮ নৃ-গোষ্ঠী

বাদ্যযন্ত্র ও ফিলিস্তিনের পতাকা নিয়ে থাকবেন দুই শতাধিক মিউজিশিয়ান

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রায় ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি জানাতে তরুণ সংগীতশিল্পীদের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী বলেছেন, এবারের নববর্ষের আয়োজনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি মতে যাচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক। আর তার জন্য প্রান্ত পাহাড় থেকে সমতল পুরো দেশ। গণঅভ্যুত্থানের পর বড় পরিসরে চৈত্র বিদায় ও বাংলা নতুন বছরকে বরণ করার উৎসবের আয়োজন করেছে সরকার।

গতকাল বুধবার দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে চৈত্রসংক্রান্তি ও বৈশাখের আয়োজনের বিস্তারিত তুলে ধরেন সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা। তিনি জানান, মোট ২৮টি নৃ-গোষ্ঠী চারুকলায় নববর্ষের শোভাযাত্রায় অংশ নেবে। প্রথম বারের মতো রক মিউজিশিয়ানদের সংগঠন বাম্বা এতে অংশ নেবে। ঢাকা ও এর আশপাশ থেকে দুই শতাধিক তরুণ মিউজিশিয়ান গিটার ও ফিলিস্তিনের পতাকা নিয়ে হাজির হবেন এই শোভাযাত্রায়। একদঙ্গে তারা গাইবেন ফিলিস্তিনের কবি সামির আবু হাউশার লেখা গান 'ফ্রম দা রিভার টু দা সি'। বিকালে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে রয়েছে নববর্ষের প্রস্তুতি। সন্ধ্যা ৭টায় সেখানে টানা সুতাবাসের সহযোগিতায় হবে ড্রোন শো। এছাড়া রবীন্দ্র সরোবরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবে সুরের ধারা।

ফরেন সার্ভিস একাডেমি মিলনায়তনে এ সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক উপদেষ্টা সুভাদীপ চাকমা, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সহকারী প্রেস সচিব সুচিস্মিতা তিথি।

'ফ্যাসিবাদী শাসনের' কারণে দেশে বিভাজন তৈরি হয়েছে উল্লেখ করে সংস্কৃতি উপদেষ্টা বলেন, আমাদের মূল বিষয় আলোচিত হওয়া না হওয়া নয়। আমাদের মূল ফোকাস কালচারাল ডিভিং। ফ্যাসিবাদের কারণে যে বিভাজন দেখা দিয়েছে তা দূর করতে হলে কালচারাল ইনক্লুসিভনেসে ফোকাস করব। আমরা দীর্ঘদিন বিভাজনের মধ্যে ছিলাম। একটা গোষ্ঠীর সঙ্গে আরেকটি গোষ্ঠীর দূরত্ব, সংশয়, অবিশ্বাস ছিল। সেটা থেকে ডিলিংয়ের একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে ঢাকা শহরে শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে কনসার্ট হবে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। সেখানে গান গাইবে পাড়া সম্প্রদায়ের ব্যান্ড এফ মাইনর, মারমা সম্প্রদায়ের লা রং, ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের ইমাং, খাসিয়া সম্প্রদায়ের ইউনিটি, চাকমা সম্প্রদায়ের ইনভোকেশন, বাঙালির মাইলস, ওয়ারফেজ, ভাইকিংস, অ্যাডভেড রাফা, দলছুট ও টোনডি।

এর আগে বেলা ১২টার দিকে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালায় সভাকক্ষে আরো এক সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন একাডেমির ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক ও শিল্পকলা একাডেমির সচিব ওয়ারেছ হোসেন, সব পরিচালক ও উপপরিচালক, ফিডব্যাকের ফুয়াদ নাসের বাবু, ওয়ারফেজ ব্যান্ডের ব্যান্ড লিডার শেখ মনিরুল আলম টিপু, আর্টসেলের লিংকন ডি কস্তা এবং কাজী ফারহাসান আহমেদ, লালনের সুনি, এফ মাইনরের পিংকি, দলছুটের সাহান প্রমুখ। শেখ মনিরুল আলম টিপু বলেন, বর্ষবরণের শোভাযাত্রায় পৃথিবীর শান্তি কামনায় গাইবেন শিল্পীরা।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৭ চৈত্র ১৪৩১

DU in Media

10 April 2025

আমাদের সময়



বর্ষবরণ প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের শিক্ষার্থীরা ● মেহরাজ

জমকালো বর্ষবরণের প্রস্তুতি

- শোভাযাত্রার নামকরণ নিয়ে সিদ্ধান্ত কাল
- দুই শতাধিক তরুণ শিল্পী গাইবে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানিয়ে
- এবার নববর্ষের আয়োজনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হতে যাচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক
  ● সংস্কৃতি উপদেষ্টা
- রমনার বটমূলে আয়োজন নিয়ে ছায়ানটে চলছে মহড়া

মুহম্মদ আকবর ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা, ছায়ানট, শিল্পকলাসহ সংশ্লিষ্ট সবখানে চলছে বর্ষবরণের বিরামহীন প্রস্তুতি। বর্ষবরণের আয়োজনকে সফল করতে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি চলছে প্রস্তুতিমূলক কাজ। তবে আয়োজনের আঙ্গিকে আসছে পরিবর্তন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ডাবি) প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্টদের মতে, দীর্ঘ তিন যুগ ধরে বাংলা নববর্ষ উদযাপনের অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে মঙ্গল শোভাযাত্রা। কিন্তু বর্ষবরণে মঙ্গল শোভাযাত্রার সঙ্গে এদেশের সংস্কৃতির মিল নেই। এ দেশে ধর্মীয় মূল্যবোধ বা চিন্তা-ভাবনার সঙ্গেও সাংঘর্ষিক। এর নামকরণ পরিবর্তন হতে পারে এমন ইঙ্গিত একাধিকবার দিয়েছেন সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীও। এ নিয়ে ঢাবি কাজ করছে বলেও জানা গেছে। এটির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানা যাবে আগামীকাল শুক্রবার। সংবাদ সম্মেলন করে এই সিদ্ধান্ত জানাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ।

অন্যদিকে গতকাল সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী পরপর দুটি সংবাদ সম্মেলন করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, বর্ষবরণে ঢাকা এবং ঢাকার আশপাশ থেকে দুই শতাধিক তরুণ মিউজিশিয়ান ■ এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৫

বের হয়ে হাইকোর্ট হয়ে শিশু একাডেমি হয়ে দোয়েল চত্বর থেকে বাংলা একাডেমি হয়ে আবার চারুকলায় এসে শেষ হতে পারে। এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে শিগগিরই।

ছায়ানটে মহড়া : বর্ষবরণের অন্যতম আকর্ষণ রমনার বটমূলে ছায়ানটের সুরের মূর্ছনা। 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়' প্রতিপাদ্যে এবারও আয়োজন করবে এই কুল-আয়োজন। ছায়ানট সংস্কৃতি ভবনের রমেশ শুন্ত দত্ত স্মৃতি মিলনায়তনে পুরোদমে চলছে সম্মেলক গানের মহড়া। মেঘেতে মাদুর পাতা। সম্মেলক দলের শিশু-কিশোর শিল্পার্থীরা বসে একের পর গেয়ে যাচ্ছিল, 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়', 'মোরা সত্যের পরে মন আজি করিব সমর্পণ,' 'জয় হোক তব জয়' গানগুলো। মহড়ার পরিচালনা করেছেন ছায়ানটের সাধারণ সম্পাদক শিল্পী লাইসা আহমদ লিসা।

এবার অনুষ্ঠানে শতাধিক শিল্পী অংশ নেবেন। তাদের মধ্যে শিশু-কিশোরের সংখ্যাই থাকবে বেশি। বিশিষ্ট শিল্পীদের কণ্ঠে থাকবে একক গান, পাঠ ও আবৃত্তি। সব মিলিয়ে প্রায় ৩০টির মতো পরিবেশনা থাকবে। তবে সংখ্যা চূড়ান্ত করা হয়নি।

রমনার বটমূলে নববর্ষের সকাল ৬টা ১৫ মিনিটে অনুষ্ঠান শুরু হবে সুপ্রিয়া দাসের পরিবেশনায় ভোরের রাগসংগীত দিয়ে। একক শিল্পীদের মধ্যে থাকবেন শায়কন আনাম শাকিল, চন্দনা মজুমদার, লাইসা আহমদ লিসা, আবুল কালাম আজাদ, সৌমিত্র বড়ুয়া, সুমন মজুমদার প্রমুখ। আবৃত্তি করবেন জয়ন্ত রায়। অনুষ্ঠান বিরতিহীনভাবে চলবে দুই ঘণ্টা।

এদিকে রমনার বটমূলে মঞ্চ তৈরির কাজও শুরু হয়েছে। মঞ্চে চূড়ান্ত মহড়া হবে ১৩ এপ্রিল রবিবার বিকালে। এবার অনুষ্ঠানে পুরুষের পোশাক থাকবে সাদা পাঞ্জাবি ও মেরুন পাঞ্জাবি আর নারীদের মেরুন পাড়ের অফহোয়াইট শাড়ি।

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) গিটার ও ড্রিলিস্টদের পাওয়া নিয়ে ফারুকী মুখে এই শোভাযাত্রায়। তাঁরা সম্মিলিতভাবে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানিয়ে গান গাইবে। এদিকে চারুকলা অনুষদ থেকে জানানো হয়েছে, নাম পরিবর্তন হোক কিংবা না হোক এবার অ্যাম্বুলেন্সে প্রাধান্য পাবে আওয়ামী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে শৈল্পিক প্রতিবাদ।

এদিকে প্রতিবছরের মতো এবারও রমনার বটমূলে সূর্যোদয়ের সঙ্গে বৃক্ষ পরিবেশনা নিয়ে থাকবে ছায়ানট। এ বিষয়ে ছায়ানটে অধিকাল মহড়া চলতে দেখা গেছে। গতকাল দুপুরে বাঙ্গালীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী বর্ষবরণের বিস্তারিত কর্মসূচির কথা জানান, ১৪ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্র সরোবরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবে সুরের ধারা। মোট ২৮টি মূলশোভা চারুকলায় নববর্ষে শোভাযাত্রায় অংশ নেবে। প্রথমবারের মতো বক মিউজিয়ানদের সংগঠন বাম্যা এতে অংশ নেবে। ঢাকা ও এর আশপাশ থেকে দুই শতাধিক তরুণ মিউজিশিয়ান গিটার ও ড্রিলস্টনের পাওয়া নিয়ে হাজির হবে এই শোভাযাত্রায়। একসঙ্গে তারা গাইবে 'ফ্রম দ্য রিভার টু দ্য সি/ প্যালেস্টাইন উইল বি ফ্রি'। বিকালে মাসিক মিয়া অডিটোরিয়ামে শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে হচ্ছে নববর্ষের অনুষ্ঠান। সন্ধ্যা ৭টায় সেখানে টানা দুতাবাসের সহযোগিতায় হবে ব্লোন শো।

এ সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক উপদেষ্টা সুদর্শন চাকমা, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সরকারী প্রেস সচিব সুচিস্মিতা তিধি।

মোস্তফা সরয়ার ফারুকী বলেন, এ বছর আমরা অল ইনক্লুসিভ একটা নতুন বছর আমরা উদযাপন করতে যাচ্ছি চৈত্রসংক্রান্তিসহ সব জাতিগোষ্ঠী একে সাদরে গ্রহণ করছে। সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতায় যে অনুষ্ঠানগুলো হচ্ছে বা বেসরকারি উদ্যোগগুলো হচ্ছে। কিন্তু ফ্ল্যাগশিপ অনুষ্ঠান বলতে যা বোঝায়, এবার সেটা হতে যাচ্ছে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথমবার শিল্পকলা একাডেমি চাদরাতে অনুষ্ঠান করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সামনে সারাদেশে হবে। শুধু মুসলমানদের উৎসব নয়, অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় উৎসবগুলোও দেশব্যাপী হবে। এরপর পাহাড় থেকে সমতল, সারাদেশ ও ঢাকার চৈত্রসংক্রান্তিতে যা যা আয়োজন 'তা সবকিছু তুলে ধরেন ফারুকী। তিনি বলেন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উৎসবগুলো চৈত্রসংক্রান্তি ঘিরে হয়। তাই আমাদের উৎসবটাও এবার চৈত্রসংক্রান্তি থেকে শুরু হচ্ছে। শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে দেশের ১২ জেলায় সাধুমেলা হচ্ছে। সেখানে সাধুসঙ্গ ও আধ্যাত্মিক গানের অনুষ্ঠান হবে।

চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে ঢাকা শহরে শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে তালসাট হচ্ছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। সেখানে গান গাইবে গারো সম্প্রদায়ের লা রং, ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের ইমাং, খাসিয়া সম্প্রদায়ের ইউনিটি, ঢাকমা সম্প্রদায়ের ইনভোকেশন, বাঙালির মাইলস, ওয়ারফেজ, ভাইকিংস, অ্যাজমেড রাফা, দলছুট, স্কোলাস্ট।

এর আগে ফেলা ১২টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার সভাকক্ষে ছিল আরও এক সংবাদ সম্মেলন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন একাডেমির অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও শিল্পকলা একাডেমির সচিব ওয়ায়েছ হোসেন, সব পরিচালক ও উপ-পরিচালক, ফিজবাংকের ফুয়াদ নামের বাবু, ওয়ারফেজ ব্যান্ডের ব্যান্ড লিডার শেখ মনিরুল আলম টিপু, আর্টসেলের লিংকন ডি রুজা এবং কাজী ফারহাসান আহমেদ, লালনের সুমি, এফ মাইনরের পিংকি, দলছুটের সাহান প্রমুখ। টিপু বলেন, বর্ষবরণের র‍্যালিতে পৃথিবীর শান্তি কামনায় গাইবেন শিল্পীরা।

ফারুকী বলেন, ফিলিস্তিনে যা হচ্ছে, এ সময় দাঁড়িয়ে আমরা যদি শুধু আমাদের দেশের শুকনাকালা কাটি, তাহলে এরচেয়ে স্বার্থপরতা আর কিছু হতে পারে না। ফলে ফিলিস্তিনে যা ঘটছে, এই নববর্ষে তার প্রতিবাদ করে যেন শান্তি ফিরে আসে এই কামনাটাও আমাদের করতে হবে। তাহলেই বোঝা যাবে আমরা অন্যের জন্য ভাবছি। আমাদের সংস্কৃতিটা কী, এটা তারও একটা স্টেটমেন্ট। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায় অনুষদের ডিন আজহারুল ইসলাম চঞ্চলের কাছে জানতে চাওয়া হয় মঙ্গল শোভাযাত্রার নামকরণ পরিবর্তন হওয়া না হওয়া নিয়ে। এ বিষয়ে তিনি আমাদের সময়কে বলেন, এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে আগামী ১১ এপ্রিল বেলা ১১টায় চারুকলা অনুষদের লেকচার থিয়েটারে হবে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আমাদের সিদ্ধান্ত আমরা জানিয়ে দেব।

শোভাযাত্রায় প্রদর্শিত হবে 'ফ্যাসিবাদী প্রতিকৃতি' : শোভাযাত্রার নামকরণ চূড়ান্ত না হলেও থেমে নেই শোভাযাত্রার প্রস্তুতি। শিল্পক-শিল্পার্থী সম্মিলিতভাবে কাজ করছে দেখা গেছে। শোভাযাত্রার সামনে এবার প্রদর্শিত হবে 'ফ্যাসিবাদী প্রতিকৃতি' থাকবে শেখ হাসিনার 'ফ্যাসিবাদী মুখাবয়ব'। থাকবে জাতীয় পশু বাঘ, লোকজ মোটিভের কবুতর, পাঙ্গাশি ইত্যাদি।

মুক্তির পানির বোতলকে জুলাই আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করতে কাজ করছেন শিল্পীরা। আন্দোলনে শহীদদের স্মৃতি তুলে ধরতে ১৫ ফুট বিশিষ্ট বোতলটির ভেতরে রাখা হচ্ছে আরও অনেক রকম খালি বোতল।

জানা গেছে, এবার শোভাযাত্রা চারুকলা, শাহবাগ, টিএসসি হয়ে শহীদ মিনারের দিকে যাবে। দোয়েল চত্বর, বাংলা একাডেমি হয়ে আবার চারুকলায় এসে শেষ হবে। কিংবা শাহবাগ দিয়ে

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৭ চৈত্র ১৪৩১

DU in Media

10 April 2025

সংগ্রাম

এবার বাংলা নববর্ষ উৎসব হবে বিশ্ববাসীর শান্তি কামনায়

শোভাযাত্রার গান হবে ফিলিস্তিনীদের জন্য

স্টাফ রিপোর্টার : এবারের বাংলা নববর্ষে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের জন্য শান্তি কামনা করে উৎসব উদযাপন হবে। আর গান হবে ফিলিস্তিনীদের জন্য। গতকাল বুধবার দুপুরে, বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সাংবাদিকদের একথা জানান সংস্কৃতি উপদেষ্টা। এসময় পার্বত্য বিষয়ক উপদেষ্টা প্রনীপ চাকমা ও প্রধান উপদেষ্টার উপপ্রেসসচিব সুস্মিতা তিথী উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিকদের জানানো হয় চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে ১৩ এপ্রিল শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে দেশের ১২ জেলায় সাদুমেলা হচ্ছে। জেলাগুলো হলো চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, সিলেট, ঢাকা, মাগুরা, কুমিল্লা, কুড়িগ্রাম ও বগুড়া। সেখানে সাধুসঙ্গ ও আধ্যাত্মিক গানের অনুষ্ঠান হবে। অনুষ্ঠান শুরু হবে সন্ধ্যা ৬টায়। এ দিন শ্রীমঙ্গল ও মৌলভীবাজারে বসবে ফাগুয়া উৎসব। চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (১১-এর পৃষ্ঠার ১ কলাম)

রয়েছে কনসার্ট। বিকাল ৩টা থেকে সেখানে গান গাইবে গারো সম্প্রদায়ের ব্যান্ড এফ মাইনর, মারমা সম্প্রদায়ের লা রং, ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের ইমং, খাসিয়া সম্প্রদায়ের ইউনিটি, চাকমা সম্প্রদায়ের ইনভোকেশন, বাঙালির মাইলস, ওয়ারফেজ, ভাইকিংস, অ্যাভয়েড রাফা, দলছুট, স্টোনফ্রি।

শিল্পকলা একাডেমিতে ১৩ ও ১৪ এপ্রিল রয়েছে দিনব্যাপী থামাইল নৃত্য, গান, জিঙ্গিত প্রদর্শনী, সন্ধ্যায় বাউল গান, সেমিনার। নববর্ষে ছায়ানটের অনুষ্ঠান হচ্ছে, সুরের ধারার অনুষ্ঠানও হচ্ছে, যদিও তাতে একটু পরিবর্তন এসেছে। আগে তাদের অনুষ্ঠান হতো চীন-মৈত্রী সম্মেলনকেন্দ্রে বা লালমাটিয়া কলেজে। এবার হবে রবীন্দ্রসরোবরে। এতে এটা ধানমন্ডির নেইবারিং উৎসব হয়ে উঠবে। সরকারের ইনক্লুসিভ নীতিকে সমর্থন জানিয়ে সুরের ধারা এবার অন্য জাতিগোষ্ঠীকের সংস্কৃতিকেও যুক্ত করছে। তাই এবার শুধু বাংলা নয়, অন্য গোষ্ঠীর গানও করবে তারা।

শেফুলা সাকসার ফারুকী বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের আয়োজনে সকালে থাকবে বৈশাখী শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রার কোনো নাম এখনও ঠিক করা হয়নি। এতে এবার বাঙালিসহ ২৭টি নৃগোষ্ঠী অংশ নেবে। চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, লুসাই, পাংখোয়া, বম, ম্রো, চাক, খিয়াং, খুমি, সাঁওতাল, ওঁরাও, গড়াও, মাহালী, মালপাহাড়িয়া, কোল, মাহাতো, মুণ্ডা, বাজোয়াড়, মনিপুরী, খাসিয়া, চা-জনগোষ্ঠী, গারো, হাজং, কোচ, রাখাইন। তারা নিজের সংস্কৃতি, পোশাক, বাদ্যযন্ত্র নিয়ে হাজির হবেন। তাদের অনেকে আধুনিক যন্ত্র বাজায়। মারমাদের একটা গিটার ফুল আছে, তারা ১৫-২০ জন তরুণ গিটার প্লেয়ার নিয়ে আসছে। ম্রো বাঁশি বাদক নিয়ে আসছে।

"আমাদের শক্তি-সৌন্দর্য হচ্ছে বৈচিত্র্য, সেটা সেলিব্রেট করতে চাই।শিল্পকলা একাডেমির সংবাদ সম্মেলনে। ছবি: মোহাম্মদ আসাদের সৌজন্যে

চারুকলার শোভাযাত্রায় প্রথমবারের মতো যোগ দিচ্ছে রক শিল্পীদের সংগঠন বাম্বা। প্যালেস্টাইনে একটা বড় গণহত্যা সংঘটিত হচ্ছে। আমরা আহ্বান জানিয়েছি, ঢাকা ও ঢাকার আশপাশে যত গিটার প্লেয়ার আছেন, তারা যেন গিটার ও প্যালেস্টাইনের পতাকা নিয়ে এই শোভাযাত্রায় যোগ দেন। এ সময় সবাই একত্রে গাইবে 'ফ্রম দ্য রিভার টু দ্য সি, প্যালেস্টাইন উইল বি ফ্রি'।

রাজধানীর মানিকমিয়া অ্যাভিনিউতে বিকেল ৩টায় থাকবে কনসার্ট। শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে এতে সহযোগিতা করছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন। কনসার্টের পর সন্ধ্যা ৭টায় থাকবে একটা ড্রোন শো। চীনা দূতাবাসের সহযোগিতায় এটা বাংলাদেশে খুব এক্সক্লুসিভ একটা জিনিস হতে যাচ্ছে। এর থিম হচ্ছে নতুন বছর, নতুন বাংলাদেশ। সেখানে জুলাইকে দেখা যাবে, নববর্ষকে দেখা যাবে। সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্রান্তায় ২ হাজার ৬০০ ড্রোন উড়বে।

বিসিকের আয়োজনে পয়লা বৈশাখ থেকে সাত দিন বাংলা একাডেমি চলবে বৈশাখী মেলা। এছাড়া ৩০ জেলায় বৈশাখী লোকনাট্য উৎসব, ১২ জেলায় অ্যাক্রোবেটিক শো, ১৫ দিনব্যাপী মেলা করছে লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন। পাহাড়ে ও সমতলে অনেকগুলো নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক সেল মেলা ও সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। ১৫ এপ্রিল বিকেল ৩টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালায় রয়েছে ব্যান্ডশিল্পীদের পরিবেশনা ও নৃত্য। পরিবেশন করবে বাংলা ফাইভ, রে রে, অনিমেষ, সর্বনাম। একক কণ্ঠে গান শোনাবেন ফেরদৌস জাবা।

আমাদের মনে রাখতে হবে নিজের উৎসব আনন্দের দিনে আমরা যেন নিপীড়িত মানুষের কথা ভুলে না যাই। সে কারণে আমরা ফিলিস্তিনের নিপীড়িত মানুষকেও স্মরণ করবো। ১৩ থেকে ১৯ এপ্রিল বিকেল ৩টা থেকে বিভিন্ন জেলার স্থানীয় পালাগান, কবিগান, পুথিপাঠ, জারিগান, পুতুলনাচ, লাঠিখেলা, ঢাকিনৃত্য ও লোকনাট্য উৎসব। ১৫ থেকে ৩০ এপ্রিল সন্ধ্যা ৭টা থেকে অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, নোয়াখালী, ফেনী, হাতিয়া ও লক্ষীপুরে। ১৪ থেকে ২৮ এপ্রিল সোনারগাঁওয়ের বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের আয়োজনে ১৫ দিনের বৈশাখী মেলা। ১৩ এপ্রিল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি বিভিন্নিরিতে লোক মেলা। ৪ থেকে ৭ এপ্রিল খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটে বৈসু, সাংগ্রাই, বিহু, বিহু, বিহু, সাংলান ও বাংলা নববর্ষ-১৪৩২। ১৭ থেকে ১৯ এপ্রিল কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে চৈত্রসংক্রান্তি / সাংগ্রাই বিহু অনুষ্ঠান। ১৪ এপ্রিল রাঙামাটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটে বিহু সাংগ্রাই বৈসুক বিষু বিহু মেলা ২০২৫, শোভাযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ১৪ এপ্রিল রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমিতে শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

২৫ বা ২৬ এপ্রিল নওগাঁর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে সারহুল উৎসব। ১২, ১৩, ১৫, ১৭ ও ১৮ এপ্রিল বান্দরবানের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটে সাংগ্রাই, বিহু ও বৈসু উপলক্ষে অনুষ্ঠান। ১৪ থেকে ১৮ এপ্রিল মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি প্রাঙ্গনে মেলা, ঐতিহ্যবাহী নিকন খেলা ও স্থকীয় পোষাক প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক আয়োজন।

প্রথম আলো

নববর্ষে ২৮ জাতিগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে শোভাযাত্রা

সংস্কৃতি উপদেষ্টা

প্রতিবারের মতো এবারও ছায়ানটের অনুষ্ঠান হচ্ছে। তবে স্থান বদলে সুরের ধারার অনুষ্ঠানটি এবার রবীন্দ্রসরোবরে হবে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বাংলা নববর্ষের এবারের শোভাযাত্রায় বাঙালি ছাড়াও ২৭টি জাতিগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ থাকবে বলে জানিয়েছেন সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। তিনি বলেছেন, 'সরকারের গৃহীত সব ব্যবস্থার মূলে আছে কালচারাল হিলিং এবং কালচারাল ইনক্লুসিভনেস। আমরা দীর্ঘদিন বিতাড়িত ছিলাম। ফলে একটা গোষ্ঠীর সঙ্গে আরেকটি গোষ্ঠীর যে দূরত্ব, সংশয়, অবিশ্বাস তৈরি হয়েছে, সেগুলো সারিয়ে তোলার কাজটাই আমরা করছি।'

গতকাল বুধবার বাংলা নববর্ষ এবং পাহাড় ও সমতলের জাতিগোষ্ঠীদের বর্ষবরণ উৎসব নিয়ে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা।

ইসলামি দলগুলো, বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামী কি শোভাযাত্রায় অংশ নেবে—সাংবাদিকদের এমন এক প্রশ্নের জবাবে মোস্তফা সরয়ার ফারুকী বলেন, 'এর আগে মুসলমানদের নানাভাবে মানহানি করা হয়েছে। আমরা আপনাদের নিশ্চিত করতে পারি, নতুন বাংলাদেশে এসব আর চলবে না। আমাদের যে নববর্ষের প্রস্তুতি সভা হয়েছে, সেখানে প্রথমবারের মতো ছায়ানট, সুরের ধারা, বাঁধা, সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী, বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি—সবাই অংশগ্রহণ করেছে। আমরা যে অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের দিক এগোচ্ছি, এটি তার স্পষ্ট লক্ষণ।'

অন্য এক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, এবারের শোভাযাত্রাটি আগের যেকোনোবারের চেয়ে বড়, বিষয়বস্তুতে এবং আয়োজনে আলাদা হবে। আমরা মনে করি না যে নিরাপত্তা নিয়ে কোনো শঙ্কা আছে।

যা যা থাকছে এবারের নববর্ষ আয়োজনে

এবারের নববর্ষের শোভাযাত্রায় বড় অংশজুড়ে বাংলার লোকসংস্কৃতি থাকবে উল্লেখ করে সংস্কৃতি উপদেষ্টা বলেন, 'নববর্ষ শোভাযাত্রা মধ্যবিত্তদের চালু করা। তবে এটার সঙ্গে ফসল সম্পর্কিত ছিল। যেকোনোভাবেই হোক আমাদের শোভাযাত্রায় এগুলো স্থান পায়নি। তবে এবারের শোভাযাত্রায় কৃষক একটি বড় থিম হিসেবে থাকবে।'

শোভাযাত্রায় বাঙালি ছাড়াও ২৭টি জাতিগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ থাকবে। এদের প্রত্যেকে নিজেদের পোশাক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উপস্থাপন করবে। সংস্কৃতি উপদেষ্টা জানান, প্রতিবারের মতো এবারও ছায়ানটের অনুষ্ঠান হচ্ছে। তবে স্থান পরিবর্তন করে সুরের ধারার অনুষ্ঠান এবার রবীন্দ্রসরোবরে করা হবে। সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে সুরের ধারা এবার বাংলা গানের বাইরেও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর গানের আয়োজন রাখবে বলেও সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

শোভাযাত্রায় প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ মিউজিক্যাল ব্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন (বাম্বা) যুক্ত হচ্ছে বলেও জানান উপদেষ্টা ফারুকী। প্রায় ২০০ গিটারবাদকসহ শোভাযাত্রায় অংশ নেবে বাম্বা। ফিলিস্তিনের নির্যাতিত মানুষের প্রতি সংহতি জানিয়ে তারা 'ফ্রম দ্য রিভার টু সি, প্যালেস্টাইন উইল বি ফ্রি' গানটি গাইবে।

এ ছাড়া নববর্ষের দিন বিকেলে রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে এবং ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সহযোগিতায় কনসার্টের আয়োজন থাকবে।

নয়া দিগন্ত



বাহারি ফুলে সেজেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

● হারুন ইসলাম

'জোটে যদি মোটে একটি পয়সা খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি, দু'টি যদি জোটে তবে একটিতে ফুল কিনে নিও হে অনুরাগী।' সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের এই বাক্য দুইটির গভীরতা ফুলপ্রেমীরা খুব সহজেই বুঝতে পারেন। মনে আবেগ প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম ফুল। ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। তাই ঋতুভেদে এ দেশে দেখা মিলে অনেক রকম ফুলের। আর যদি বলা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা, তাহলে বলতে অপেক্ষা রাখে না যে ফুলে ফুলে মুখরিত থাকে এখানকার পরিবেশ।

তীব্র এই গরমে চারিদিকে নগরবাসীর যখন হাঁসফাঁস অবস্থা। ঘর থেকে বের হওয়াই যেন দায়। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সেজেছে নানাবিধ ফুলের সমাহারে। কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, সোনালি এবং জারুল ফুলের রঙিন উপস্থিতি ক্যাম্পাসে তৈরি করেছে এক স্বস্তির পরিবেশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন এলাকা যেমন মল চত্বর, কলাভবন, বটতলা, শ্যাডো, চারুকলা এবং ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ ও রেজিস্ট্রার ভবনের সামনে ফুটে থাকা ফুলগুলো যেন প্রকৃতির এক অসাধারণ চিত্রকর্ম।

প্রকৃতির এ অপরূপ রূপে মুগ্ধ হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। পাশাপাশি পুরনো শিক্ষার্থীরাও ছুটে ■ ১১ পৃ: ৩-এর কলামে

বাহারি ফুলে সেজেছে ঢাকা

৩য় পৃষ্ঠার পর

আসছেন প্রকৃতির মাঝে তাদের স্মৃতি রোমন্থন করতে। লাল কৃষ্ণচূড়া, হলুদ সোনালি ফুল আর বেগুনি জারুলের সৌন্দর্য তারা প্রাণভরে উপভোগ করছেন।

ঈদের ছুটি শেষে যখন সবার মন শহরের যান্ত্রিক পরিবেশে ভারাক্রান্ত, তখন ক্যাম্পাসের এই ফুলের সমাহার একদম অন্যরকম অনুভূতি তৈরি করে যেন, ফিরে যাওয়ার এক নতুন পৃথিবী, যেখানে প্রকৃতির অপূর্ব রূপে সমৃদ্ধ কৃষ্ণচূড়া, সোনালি ও জারুল ফুল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু পুরাতন গাছ কেটে ফেলা হয়েছে, কারণ সেগুলো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তবে প্রকৃতির সৌন্দর্য রক্ষা এবং ভবিষ্যতে আরো গাছের আচ্ছাদন তৈরি করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে আরো বেশি বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী উম্মে নুসরাত তিশা বলেন,

প্রকৃতি যেন তার রঙতুলির আঁচড়ে আমাদের ক্যাম্পাসের সৌন্দর্যকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। বর্তমান শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি প্রকৃতির এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে প্রাক্তন শিক্ষার্থীরাও ছুটে আসছেন। লাল রঙের মনোরম কৃষ্ণচূড়া, হলুদ রঙের সোনালু এবং বেগুনি রঙের জারুল দেখে মন যেন একত্র হয়ে কবিতা লিখতে ইচ্ছা করে, যদিও আমি কবি নই। সব মিলিয়ে, এই তাপদাহের মাঝেও প্রকৃতির দৃশ্য আমাদের চোখে শান্তির অনুভূতি সৃষ্টি করছে। এসব দেখে মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো ফাঁকা জায়গায় বনায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করলে তা অপ্রত্যাশিত কিছু হবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইনিজ ল্যাংগুয়েজ অ্যান্ড কালচার বিভাগের এক শিক্ষার্থী বলেন, ঢাকার প্রাণকেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস এবার ফুলের সমাহারে নতুন রূপে সজ্জিত। বসন্ত ঋতুর আগমনে নানা রঙের ফুলে ভরে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক স্থান, যা ক্যাম্পাসকে একটি রঙিন ও প্রাণবন্ত আবহে পরিণত করেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি এই ফুলগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ও শৈল্পিক পরিবেশের একটি পরিপূরক উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষার্থীরা ও শিক্ষকেরা এখন ক্যাম্পাসে বসে পড়াশোনার পাশাপাশি এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করছেন। যেটি তাদের মানসিক প্রশান্তি ও সৃজনশীলতায় অবদান রাখছে। এক দিকে যেমন ফুলের এই সৌন্দর্য ক্যাম্পাসের পরিবেশকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলছে, তেমনি অন্য দিকে এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনের প্রতি এক নতুন উদ্দীপনা ও আশার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবারি কালচারাল সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে নান্দনিক করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রশাসন বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ৫ আগস্ট পূর্ববর্তী সময়ে ক্যাম্পাসে যে গাছগুলো লাগানো হয়েছে সেগুলো বেশির ভাগই বিদেশী। দেশীয় নান্দনিক ফুল ও ফলের গাছ ছিল যৎসামান্য। সবুজায়নের কথা চিন্তা করে সেগুলো লাগানো হয়েছিল। তবে নতুন প্রশাসন বৃহৎ পরিসরে ক্যাম্পাসে দেশীয় ফুল, ফল ও বন্যপ্রাণী সহায়ক গাছ রোপণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবারি কালচারের তত্ত্বাবধানে পুরো ক্যাম্পাস এরিয়ায় একটি শুমারি করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে কোনটি বিদেশী গাছ, কোনটি অপ্রয়োজনীয়, এর গণনা চলছে। শুমারির ভিত্তিতে পরবর্তীতে নতুন করে দেশীয় ফুল, ফল ও নান্দনিক গাছ রোপণ করা হবে। দেশের প্রধান ৩টি ঋতু (শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা) টার্গেট করে ফুল ফল গাছ রোপণের চিন্তাভাবনা রয়েছে। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল, মোকাররম ভবন, রেজিস্ট্রার বিল্ডিংসহ বিভিন্ন জায়গায় দেশীয় ফুল ফল ও বন্যপ্রাণী সহায়ক প্রায় ৪০০০ হাজার গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। সেগুলো আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই ক্যাম্পাসে সৌন্দর্যবর্ধন করবে। সঠিকভাবে গাছগুলোর পরিচর্যার মাধ্যমে ক্যাম্পাস আরো বেশি সবুজায়ন করতে সক্ষম হবো।